দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 28 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এইচএসসির ফল প্রকাশ

শিক্ষিত জাতি গড়ার স্বপ্ন দেখতে হবে

গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল। প্রত্যাশাও পূরণ হয়েছে। পরীক্ষার ফলে ধারাবাহিক ভালো করার প্রবণতায় গত বছর কিছুটা ছন্দপতন ঘটলেও এ বছর ছন্দ ফিরে এসেছে। এবারও ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে মেয়েরা। ফল প্রকাশের পর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের অভিনন্দন।

এ বছর গড় পাসের হার ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ, যা গতবারের চেয়ে ৫ দশমিক ১০ শতাংশ বেশি। এইচএসসি ও সমমানে এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও গতবারের তুলনায় বেড়েছে ১৫ হাজার ৩৮২ জন। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে পাসের হার ছিল ৬৯ দশমিক ৬০ শতাংশ। ২০১৪ সালে ৭৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। ২০১৩ সালে ৭৪ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০১২ সালে ৭৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ। জিপিএ-৫প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এ বছর ৫৮ হাজার ২৭৬ জন। গত বছর ছিল ৪২ হাজার ৮৯৫ জন। ২০১৪ সালে ৭০ হাজার ৬০২ জন। ২০১৩ সালে ৫৮ হাজার ১৯৭ জন। ২০১২ সালে ৬১ হাজার ১৬২ জন। এবারের ফল উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকদের স্বভাবতই খুশি করবে। কিন্তু অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য এ ফল বয়ে আনবে একরাশ হতাশা। অন্যদিকে শতভাগ পাস করেছে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন রয়েছে, তেমনি খারাপ ফল করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়। এবার দেশের ৮৪৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শতভাগ পাস করেছে। গতবার এ সংখ্যা ছিল ১ হাজার ১৩৩। শতভাগ পাসের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবার কমেছে। তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালো ফল করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি হয়েছে, যা আমাদের শিক্ষার জন্য ইতিবাচক। কিন্তু দুঃখজনক হলো, দেশের ২৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৩৫। এবার সংখ্যা কমেছে, কিন্তু শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কেন কোনো শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তা খতিয়ে দেখা দরকার। শিক্ষা জাতীয় অগ্রগতির চাবিকাঠি। আজকের দুনিয়ায় এগিয়ে যেতে হলে আমাদের অবশ্যই সুশিক্ষিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো হেলাফেলা থাকা উচিত নয়। এ সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। আমরা জানি বর্তমান সরকার, বিশেষ করে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী এসব বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন এবং বরাবর ভালো কিছু করতে আগ্রহী। যাহোক, আমরা এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই অভিনন্দন জানাই। যে অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী এবার কৃতকার্য হতে পারেনি তাদের বলব, এ ব্যর্থতা গায়ে না মাখাই ভালো। বরং ফল ভালো না হওয়ার কারণগুলো খতিয়ে দেখে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের একটি বিষয় মনে রাখা উচিত, ভবিষ্যতের উপযোগী শিক্ষা নিশ্চিতের জন্য ফল উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকার– প্রতিটি পক্ষকেই সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

ভবিষ্যতের উপযোগী শিক্ষা নিশ্চিতের জন্য ফল উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকার– প্রতিটি পক্ষকেই সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে.